মাদরাসার ছাত্রদের

প্যারেন্টিং

মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা খান
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
মাদরাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.) মধুবাগ শাখা
মাদরাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.) শান্তিবাগ শাখা
মাদরাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.) বাশেরপুল শাখা
মাদরাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.) মহিলা শাখা
খতিব
মধুবাগ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ঢাকা
মুহাদ্দিস
আল-জামিয়া ইসলামিয়া আল-আরাবিয়্যা আনোয়ারুল রাহমানিয়া, কোনাপাড়া, ঢাকা

ইতমিনান পাবলিকেশন্স
আপনার সমস্যার সমাধান
প্রধান কার্যালয় : পাড়াডগার, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬০।
মোবাইলঃ ০১৮৬৮-৬৮৩৬৬৮
বাংলাবাজার শাখা : ৬ নং প্যারিদাস রোড, তাজমার্কেট,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতি মনিরুজ্জামান দা. বা. এর মতামত ৫
শাইখুল হাদীস, আল্লামা তাজুল ইসলাম দা.বা. এর অভিমত ৬

সন্তান লালন-পালন:
দায়িত্ব, জ্ঞান ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

সন্তান লালন-পালন শিখতে হয়.. ২৪
সন্তানের সফলতার জন্য দোয়া: ভুলে যাওয়া সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র ২৬
হযরত আলী (রাঃ) এর জীবনের এক অন্তর ছুঁয়ে যাওয়া উপলব্ধি......... ২৬
সুখের সময় দোয়া করা না শিখলে, দুঃখে সেই দোয়া অনেক সময় কবুল হয় না।.. ২৭
প্যারেন্টিং কাকে বলে— বর্তমান ও ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি ২৮
প্যারেন্টিংয়ের ধরনসমূহ (পশ্চিমা ও ইসলামি বিশ্লেষণসহ) ২৮
১. অতি সহনশীল প্যারেন্টিং (Permissive Parenting) ২৮
২. সহনশীল প্যারেন্টিং (Tolerant Parenting)............................ ২৯
৩. কঠোর প্যারেন্টিং (Authoritarian Parenting)........................ ২৯
৪. উদাসীন প্যারেন্টিং (Neglectful Parenting).......................... ৩০
আপনার করণীয়.. ৩০
বিজ্ঞান ও ইসলামী আলোকে শিক্ষণীয় বিষয় ৩১
আদেশ নয়, অনুরোধ – মনীষীদের প্যারেন্টিং ৩১
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও সন্তানের চরিত্র গঠন.................................... ৩২
সন্তান মিথ্যা কিভাবে শিখে?.. ৩২
পারিবারিক পরিবেশ থেকে ৩২

শাস্তির ভয় থেকে.. ৩৩
অতিরিক্ত প্রত্যাশা ৩৩
খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (রহ.) এর মা:.. ৩৩
ইমাম বুখারী রহ. এর মা: দোয়ার বরকতে ফিরে পেলেন ছেলের দৃষ্টিশক্তি. ৩৪
মহিউদ্দীন খান সাহেবের মা: দারিদ্র্যের মধ্যেও স্বপ্ন দেখালেন ৩৪
আল্লাহর উপর নির্ভরতার শিক্ষা ৩৪
বিশ্বাসের পরীক্ষা.. ৩৫
আল্লাহর রহমত.. ৩৫
আদেশ না, অনুরোধ ৩৫
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও সন্তানের মানুষ হওয়া.................................. ৩৬
সন্তান মিথ্যা কিভাবে শিখে ৩৬
শিশুর মিথ্যা বলার কয়েকটি কারণ:.. ৩৭
অন্য মায়েদের অনুপ্রেরণাদায়ী ঘটনা ৩৭
হাসান আল বাসরীর মা: ৩৭
ইমাম মালিক রহ. এর মা:.. ৩৭
গর্ভকালীন সময়ে মায়েদের করণীয়.. ৩৮
ইসলামে গর্ভকালীন সতর্কতার গুরুত্ব.. ৩৯
মাতৃগর্ভে সন্তানের পরিচর্যা: ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে ৩৯
ইহুদি মায়েদের গর্ভকালীন সচেতনতা.. ৪০
গর্ভকালীন সময়: বিজ্ঞান কী বলে? ৪১
গর্ভকালীন সময়ে নির্দিষ্ট সূরার তিলাওয়াত ও সম্ভাব্য ফায়দা................ ৪১
কুসংস্কার ও ইসলাম.. ৪২
আমাদের দেশে প্রচলিত কিছু কুসংস্কার.. ৪২
কুসংস্কার থেকে মুক্তির উপায়.. ৪৪
প্রথম সন্তান কোথায় হবে.. ৪৫
আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা ৪৫
আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর শিক্ষা:................................ ৪৫

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন। ৪৫
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ৪৬
আজকের আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান মতে, ... ৪৬

সন্তান প্রসবকালে আল্লাহর বিধান ও নবজাতক সম্পর্কিত ইসলামী নির্দেশনা

সন্তান প্রসবের সময় সতরের বিধান.. ৪৮
নবজাতকের কানে আযান ও একামত দেওয়া ৪৯
তাহনিকের গুরুত্ব ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা.. ৪৯
তাহনিক কী? ৪৯
বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে তাহনিক ৫০

শিশুর নাম ও ইসলাম

সুন্দর নাম রাখার গুরুত্ব.. ৫২
নাম রাখার ক্ষেত্রে কার অধিকার বেশি? ৫২
নাম রাখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ.. ৫২
জন্মনিবন্ধন.. ৫৩
নবজাতকের মাথা মুন্ডানো.. ৫৪
ইসলামের নির্দেশনা নবজাতকের সপ্তম দিনে আকিকা করা ও চুল মুন্ডানো সুন্নত।.. ৫৪
বৈজ্ঞানিক আপত্তির জবাব: ৫৪
ইসলামী সংস্কৃতি: ৫৪
রুপা নির্ধারণের কারণ: ৫৪
আকীকা করা.. ৫৫
আকীকার পশু ৫৬
কেমন পশু দ্বারা আকীকা করবো.. ৫৬
আকীকার গোশতের বিধান ৫৭

আকীকা সংক্রান্ত অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা ৫৭
শিশুর জন্য লক্ষণীয় ৫৭
সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহামূল্যবান নিয়ামত। ৫৭
বদনজর থেকে হেফাজত ৬০
দুধ পান সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশনা ৬০

শিশুর পরিচর্যায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

শিশু খেতে চায় না: কারণ, সমাধান ও ইসলামী নির্দেশনা.................... ৬২
আজকের শিশুরা কেন খেতে চায় না? ৬২
সুগারযুক্ত খাবার ও ক্ষুধা মন্দা ৬৩
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ৬৩
অতিরিক্ত খাওয়ানোর ক্ষতি.. ৬৩
শিশুকে খাওয়ানোর কার্যকর কৌশল... ৬৩
শিশুর খেতে না চাওয়ার কারণসমূহ.. ৬৪
বয়স বৃদ্ধির সাথে খিদের স্বাভাবিক পরিবর্তন................................. ৬৪
বয়স অনুপাতে শিশুর বেড়ে ওঠার হার ৬৫
খাবারে অরুচি: কখন চিন্তা করবেন? ৬৫
শিশুর বয়সভেদে দৈনিক ক্যালোরির চাহিদা.................................. ৬৬
রুচি বাড়ানোর ঘরোয়া টিপস ৬৬

সন্তানের জীবনে মায়ের ভূমিকা

মায়ের চরিত্র সন্তানকে গড়ে ৬৯
বয়সভিত্তিক শিশু পরিচালনায় করণীয়... ৬৯
সন্তানকে দায়িত্বশীল করে গড়ে তুলুন... ৭০
গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শসমূহ... ৭০
দায়িত্ববোধ শেখানো শুরু হোক ছোটবেলা থেকেই:........................... ৭০
সন্তান লালন-পালনে বয়োজ্যেষ্ঠদের অবদান................................. ৭১

মাতৃত্ব ও কণ্যাসন্তান

মাতৃত্বের মর্যাদা ও কন্যাসন্তানের ফজিলত ৭৫
দুধ ছাড়ানোর পর গুনাহ মাফ ৭৫
কন্যাসন্তানের ফজিলত ও মর্যাদা ৭৬
কন্যাসন্তান প্রতিপালনে জান্নাতের সুসংবাদ ৭৬
কন্যাসন্তান থাকা বা নিঃসন্তান থাকা সত্ত্বেও সফল হওয়া ব্যক্তিত্বরা ৭৬
যারা নিঃসন্তান থেকেও দুনিয়া বদলে দিয়েছেন: ৭৭
যারা শুধু কন্যাসন্তান থাকার পরও ইতিহাস গড়েছেন: ৭৭
সন্তান হারানোয় মায়ের মর্যাদা ৭৮
সন্তানের মৃত্যুর পর জান্নাতের সুসংবাদ ৭৮
সন্তান গর্ভে মারা গেলে বিশেষ মর্যাদা ৭৮
মাতৃত্ব এক অনুপম নিয়ামত ৭৯
ছোট্ট শিশুর মৃত্যু কষ্টের হলেও তা হতে পারে জান্নাতের পথে রহমতের বাহক. ৭৯
১. অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের মৃত্যু: জান্নাতে প্রবেশের কারণ ৭৯
২. ‘জান্নাতের প্রজাপতির মতো’ সন্তানেরা ৮০
৩. হজরত ইবরাহিম (আ.) এর সঙ্গেই থাকে নিষ্পাপ শিশুরা ৮১

মাদরাসায় সন্তানের প্রথম জীবন

সন্তানকে প্রথম মাদ্রাসায় ভর্তির ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়। ৮৩
নূরানী বিভাগের মূল পড়া ৮৩
অনেকের ভুল ৮৪
আপনার সন্তানের নাজেরা যদি শেষ না হয় ৮৪
দ্বিতীয় ধাপ ৮৫
প্রথম দিকে ক্লাসে বসতে না চাইলে করণীয় ৮৫
কিন্তু বাস্তবতা অনেক সময় ভিন্ন চিত্র দেখায়। ৮৫
“ক্লাসে কান্না: শিশুর স্বাভাবিক মানসিক প্রতিক্রিয়া ও আপনার করণীয় ... ৮৭
সচেতন থাকুন: যা ভুলেও করবেন না ৮৮

মাদরাসা/স্কুল থেকে ফিরার পর করণীয়.. ৯০
বুলিং: বাস্তবতা, বিভ্রান্তি ও করণীয় ৯১

হিফজুল কুরআন বিভাগের অভিভাবক

পিছনের পড়া ভুলে গেলে করণীয় ৯৪
সন্তান হাফেজ হওয়ার পর করণীয় ৯৫
হাফেজ হওয়ার পর করণীয়.. ৯৬
১. ইয়াদ ঠিক রাখার ব্যবস্থা করুন.. ৯৬
২. স্কুলের বিকল্প পথ চিন্তা করুন ৯৬
৩. আলেম বানানোর প্রচেষ্টা ৯৬
৪. ভাষা শিক্ষায় গুরুত্ব দিন... ৯৬
৫. আবাসিক ব্যবস্থার গুরুত্ব.. ৯৬
৬. আমল ও আখলাকের খেয়াল রাখুন... ৯৬
৭. মোবাইল থেকে দূরে রাখুন... ৯৭
৮. হারাম সম্পর্ক থেকে সাবধানতা ৯৭
৯. স্কুলে পড়ানোর ক্ষেত্রে সচেতনতা ৯৭
১০. উশৃংখলতা দেখা দিলে ৯৭
অভিভাবকদের সাধারণ ভুলসমূহ... ৯৮
২. প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনে তাড়াহুড়া ৯৮
শিক্ষক বা অভিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ ছাড়াই সন্তানের ইচ্ছামতো প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করে ফেলেন, যা অনেক সময় মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনে।..... ৯৮
৩. ইসলামি পরিবেশহীন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ৯৮
৪. বিপরীত লিঙ্গের সাথে সহজ যোগাযোগের সুযোগ ৯৮
৫. সার্টিফিকেটমুখী চিন্তাভাবনা... ৯৮
৬. সরাসরি স্কুলে ভর্তি ৯৮
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কারখানা নয় ৯৮
শিক্ষার্থী, শিক্ষক, এবং অভিভাবক।.. ৯৯

একটি বাস্তব উপমা দিয়ে বোঝানো যায়:.. ৯৯
আর্থিক দান করতে পারা সহজ, কিন্তু সময় দেওয়া, খোঁজ নেওয়া, পাশে থাকা—এই মেহনতই সবচেয়ে জরুরি। ৯৯
হিফজ পড়তে না পারলে করণীয় ১০০
সন্তান হিফজ বিভাগে আগাতে না পারার বাস্তবতায় একজন সচেতন অভিভাবকের করণীয় ১০২
সন্তান মাদরাসায় পড়তে না চাইলে করণীয়.. ১০৪
সন্তানের মাদরাসা শিক্ষায় অনীহা: কিছু বাস্তব কারণ ও করণীয়.......... ১০৭
মাদরাসা ছাত্রের পোশাক.. ১০৯
আপনার সন্তানের পোশাক কেমন হওয়া উচিত? ১০৯
আদর্শ আলেম গড়ার শুরু হয় ঘর থেকে, পোশাক দিয়ে.................. ১০৯
সন্তান যেন না ভাবে, সে “পণ্যের যুগে জন্মেছে” ১০৯
পোশাক নির্বাচনে সচেতন হোন—সুন্নত রক্ষায় দৃঢ় থাকুন................. ১১০
বেহুদা কালচারে যেন না বড় হয়—এ দায়িত্ব আপনার..................... ১১০
কী করতে পারেন? অভিভাবকের কিছু করণীয় ১১০
ইসলামী পোশাক = আত্মপরিচয়ের চাবিকাঠি................................ ১১১
মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্য পোশাক সম্পর্কে ইসলামী সচেতনতা ১১১
কুরআনের নির্দেশনা:.. ১১১
একজন দ্বীনদার শিক্ষার্থীর পোশাকে যা থাকা উচিত....................... ১১২

বিবাহ সংস্কৃতি ও শ্রেণি বিন্যাস

মাদরাসা-পড়ুয়া সন্তানকে দ্রুত বিবাহের উদ্যোগ গ্রহণ...................... ১১৪
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ:.. ১১৪
হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত:.. ১১৪
বুযুর্গদের বাস্তব উদাহরণ.. ১১৫
আধুনিক বাস্তবতা: ১১৫
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ:.. ১১৬

আমাদের করণীয়: ১১৬
অপসংস্কৃতি থেকে হেফাজত ১১৭
জন্মদিন পালন ১১৭
কুরআনের সতর্কবার্তা: ১১৮
বিবাহের অনুষ্ঠান ১১৮
অন্যান্য অপসংস্কৃতির উদাহরণ ১১৯

অপসংস্কৃতির দিবসসমূহ: সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও সতর্কতা

ভ্যালেন্টাইনস ১২২
হ্যালোইন.. ১২২
নিউ ইয়ার পার্টি ১২২
মিউজিক কনসার্ট ১২২
বসন্ত উৎসব ১২৩
অভিভাবকদের প্রতি বিশেষ আহ্বান ১২৩
অপসংস্কৃতির ভয়াবহতা ১২৩

কওমি মাদ্রাসার শ্রেণিবিন্যাস ও সরকারি সমমান

নূরানী ও প্রাথমিক বিভাগ ১২৭
হিফজুল কুরআন বিভাগ ১২৭
কিতাব বিভাগ (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর) ১২৭
মেশকাত ও দাওরায়ে হাদীস.. ১২৮
দাওরায়ে হাদীস-পরবর্তী উচ্চতর বিভাগসমূহ ১২৮
১. ইফতা বিভাগ: ফতোয়া শিক্ষার কেন্দ্র ১২৮
পরিচিতি:.. ১২৮
সময়কাল: ১২৮
অর্জিত যোগ্যতা:... ১২৯

২. কিসমুল আদাবিল আরাবি: উচ্চতর আরবি সাহিত্য ১২৯
পরিচিতি:.. ১২৯
সময়কাল: ১২৯
অর্জিত যোগ্যতা:.. ১২৯
৩. তাফসীর বিভাগ: কুরআন ব্যাখ্যার উচ্চতর শিক্ষা ১২৯
পরিচিতি:.. ১২৯
সময়কাল: ১২৯
অর্জিত উপাধি:.. ১২৯
৪. উলুমুল হাদীস: হাদীসশাস্ত্রের গভীরে................................... ১২৯
পরিচিতি:.. ১২৯
অর্জিত উপাধি:.. ১৩০
৫. কিরাআত বিভাগ: কুরআনের বিভিন্ন রেওয়ায়াত শিক্ষা ১৩০
পরিচিতি:.. ১৩০
অর্জিত উপাধি:.. ১৩০
মুফতি হওয়ার পর ক্যারিয়ারের সম্ভাবনা.................................... ১৩০
হাফেজ হওয়া না হওয়ায় হতাশ হবেন না ১৩১
সমন্বিত শিক্ষা পদ্ধতির পরামর্শ: ১৩১
মাদানী নেসাব সম্পর্কে ধারণা... ১৩১

কিতাব বিভাগের শিক্ষার্থী

কিতাব বিভাগের শিক্ষার্থীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ১৩৪
বিশেষ যত্ন.. ১৩৪
তার বন্ধুদের দিকে নজর রাখা ১৩৫
ক্লাসের উপস্থিতি ১৩৫
কিতাব ক্রয়.. ১৩৬
সন্তানের দক্ষতা বাড়ছে কি না: কিতাব বিভাগের অভিভাবকদের জন্য
সময়োপযোগী করণীয় ১৩৭

বিরতির সময়ের গুরুত্ব ১৩৭
সন্তানের ক্লাসে বসার জায়গা ১৩৮
মোবাইলের বায়না: সচেতনতাই সুরক্ষা ১৩৮
শিক্ষকের সাথে সম্পর্ক রাখা.. ১৩৮
আপনার সন্তান যখন নেতা ১৩৯
বাংলা নোট কিনে দেওয়া.. ১৪০
শিক্ষা সফর.. ১৪০

দ্বীনি শিক্ষা+সাধনা

হাফেজ-আলেম বানাতে চাইলে প্রস্তুত হন ত্যাগের জন্য প্রিয় অভিভাবক, ১৪৩
ইলমের পথে শরীরের আরাম ছাড়াই হতে হয় প্রস্তুত ১৪৩
ব্যবসা-বাণিজ্য ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে ইলমের পথে ১৪৪
শীতের রাতে হাদিস আলোচনা – একটি ঐতিহাসিক দৃশ্য................. ১৪৪
ইলমের জন্য রাত জেগে অধ্যয়ন: ওস্তাদ ও ছাত্রের ঘটনা................. ১৪৫
এক রাতে ১৮–২০ বার বাতি জ্বালানো: ইমাম বুখারী (রহ.)............. ১৪৫
সাত মাস রান্না করা খাবার ছাড়া: হাতিম ও তাঁর পিতা ১৪৫
“৩০ বছর বিছানায় পিঠ লাগাইনি”: ইবনে তাবারী (রহ.) ১৪৬

বুযুর্গদের প্যারেন্টিং

শাইখুল হাদীস আল্লামা জাকারিয়া রহ.-এর বাবার প্যারেন্টিং ১৪৮
বন্ধুত্বের ব্যাপারে কড়াকড়ি... ১৪৮
প্রিয় বালিশ ও মালিকানা জাহির করার পরিণাম ১৪৯
সাহেবজাদা ভাবের কঠোর শাস্তি ১৫০
নফল ইবাদত বনাম মূল দায়িত্ব ১৫১
পিতার সম্মান বজায় রাখা... ১৫১
সন্তানের হাতে টাকা না দেওয়া ১৫২
ঈদের প্রতিশ্রুতি ও মনস্তত্ত্ব... ১৫২

বড় একজন আলেমের প্যারেন্টিং: এক স্নেহময় মায়ের গল্প................ ১৫৪
এক আলোকিত সন্তান, এক মায়ের শিক্ষা.................................. ১৫৪
একটি চন্দ্র আলো করে জগৎ সংসার ১৫৪
হাতির আশায় পড়াশোনায় মনোযোগ ১৫৫
স্বপ্ন যখন বাস্তবের মুখোমুখি.. ১৫৫
হাতি নয়, এবার মোটর গাড়ি! ১৫৫
মায়ের স্বপ্নই সন্তানের পাথেয়.. ১৫৬
মাদানী (রহ.)-এর মা-বাবার প্যারেন্টিং পদ্ধতি: একটি যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত ১৫৬
হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর পিতা-মাতার পদ্ধতি.......... ১৫৬
তাঁর মা-বাবা কীভাবে সন্তান গড়েছিলেন? ১৫৭
খেলাধুলা বনাম আদর্শ তরবিয়ত ১৫৭
আপনার প্যারেন্টিং কোন পথে?... ১৫৮
বুজুর্গ আলেমদের সন্তান লালন-পালন: একটি পথনির্দেশনা............. ১৫৮
শিশুকাল থেকেই সুশৃঙ্খল নজরদারিতে গড়ে উঠা........................ ১৫৮
আত্মনির্ভরশীলতা শেখানো: আদর্শ প্যারেন্টিংয়ের আরেক স্তম্ভ........... ১৫৯
আবাসিক শিক্ষা ও বিচ্ছেদ: এক দরকারি শর্ত.............................. ১৫৯
শাসনের মাধ্যমে পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির শিক্ষা ১৬০
ক্রিয়াশীল না প্রতিক্রিয়াশীল.. ১৬০

অর্থ খরচ, শাসন ও কর্ম ক্ষেত্রে

সন্তানের জন্য অর্থ খরচের মানসিকতা....................................... ১৬৩
প্রকৃত দরিদ্রদের জন্য মাদরাসায় বিশেষ সুবিধা............................. ১৬৩
কুরআন মাজিদের গুরুত্ব:.. ১৬৩
১. পরিবারের জন্য খরচ করা আল্লাহর নির্দেশ............................. ১৬৩
২. আল্লাহর পথে ব্যয় করলে বরকত ১৬৪
হাদিস শরিফে এর ফজিলত:... ১৬৪
১. পরিবারের ব্যয় ও সদকা ১৬৪

২. সন্তানের জন্য খরচ করাও সওয়াবের কাজ ১৬৫
প্রতিষ্ঠানের বেতন ও আপনার অবস্থান ১৬৫
একটি আপত্তির জবাব ১৬৭
সন্তান মাদরাসায় পড়েও ভালো হচ্ছে না, কিন্তু কেন? ১৬৮

সন্তানের উপর শিক্ষকের শাসন: কীভাবে বুঝবেন, কীভাবে সামলাবেন?

১. সন্তানের পড়ালেখা ও শাসন: হাত ধরাধরি করে চলে ১৭০
২. সন্তানের জীবনে শাসনের প্রয়োজনীয়তা ১৭০
সন্তানের উপর শিক্ষকের শাসন: দায়িত্ববান অভিভাবকের পথনির্দেশকান
নিয়েছে শুনে চিলের পেছনে ছুটবেন না ১৭১
সন্তানের অভিযোগে আপনার ভূমিকা: উত্তপ্ত না হয়ে ধীর স্থির হোন..... ১৭১
যদি শিক্ষকের শাসন মাত্রাতিরিক্ত হয়? ১৭২
ধৈর্য্য: এক অলৌকিক শক্তি ১৭২
করণীয় ও বর্জনীয় সংক্ষেপে ১৭৩
আপনার সন্তান প্রেসিডেন্ট হোক—স্বপ্নটা অন্তত ঘি দিয়ে রান্না হোক ১৭৩
আরও কিছু উদাহরণ: ১৭৫
মনে রাখুন: ১৭৬
মাদরাসায় পড়ার ভবিষ্যৎ: ভয় নয়, বিশ্বাস হোক সঙ্গী ১৭৬
মাদরাসার ছাত্রদের কর্মক্ষেত্র ১৭৯
মাদরাসার ছাত্রদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ১৭৯
ইমামতি ১৭৯
শিক্ষকতা ১৮০
ওয়াজ-নসীহত ১৮০
কিন্তু একজন মুখলেছ দাঈর কোনো প্রয়োজন আল্লাহ অপূর্ণ রাখেন না। এটা
দিবালকের ন্যায় স্পষ্ট। ১৮১
লেখক হতে পারে আপনার সন্তান ১৮১

আপনার সন্তান হতে পারে অনুবাদক ও সম্পাদক ১৮২
উদ্যোক্তা.. ১৮২
বিদেশ যাত্রা ১৮৩
সাংবাদিকতা... ১৮৪
কম্পোজ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন ১৮৪
প্রকাশনা.. ১৮৫
রাজনীতি ১৮৫
কৃষি ক্ষেত খামার ১৮৫
খানকাহ ১৮৫
মকতব ও হিফজখানা প্রতিষ্ঠা... ১৮৬
সরকারী চাকুরী... ১৮৬

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

সন্তান না বলে মাদরাসা থেকে চলে গেলে: করণীয় ও করণীয় নয় ১৮৮
ভদ্রতা বজায় রাখুন.. ১৮৯
অভিভাবকদের কিছু অভদ্র আচরণ ১৯০
জীবনের গল্প ১৯১
সন্তানকে সময় দেওয়া.. ১৯২
ব্যস্ততার অজুহাত যথেষ্ট নয় ১৯৩
মাদরাসা নয়, পরিচালক নির্বাচন করুন ১৯৪
সময়মতো ভর্তি না করালে সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হবে........................ ১৯৫
সন্তানকে আলেম বানান, শুধুমাত্র "শিক্ষিত" নয় ১৯৬
ভাইরাল মানেই আলেম নয়... ১৯৭
সতর্ক থাকুন.. ১৯৭
প্রতিভা থাকলে তার বিকাশ হবে.. ১৯৭

শেষ কথা

তালিমী মুরব্বি: ইসলামী শিক্ষায় একজন নীরব কারিগরের ভূমিকা....... ১৯৯
২. তালিমী মুরব্বির প্রয়োজনীয়তা ১৯৯
৩. তালিমী মুরব্বির দায়িত্ব ও কার্যপ্রণালী ১৯৯
নিয়মিত জিজ্ঞাসাবাদ ও মুরাকাবা করা ২০০
মাদরাসা শিক্ষায় ইসলাহী মুরব্বির ভূমিকা ২০১
ছাত্রের জন্য ইসলাহী মুরব্বি কেন দরকার? ২০১
অভিভাবকের করণীয় ২০২
তালিমী ও ইসলাহী মুরব্বির সমন্বয় ২০২
শিক্ষার একমাত্র উৎস নয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২০২
সন্তানের মন-মানসিকতা গঠনের উৎস ২০৩
নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবেন না.. ২০৩
মা-বাবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার ২০৩
সন্তানের মন বুঝুন: একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ২০৫
মাদরাসা পড়ুয়া সন্তানের প্রতিভার যত্ন নিন ২০৬

সন্তান লালন-পালন শিখতে হয়

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর নানাবিধ নেয়ামত বর্ষণ করেছেন। সন্তান সেই বিশেষ নেয়ামতগুলোও অন্যতম। যাদের কোল আলোকিত হয়নি, তারা জানে, "মা-বাবা" ডাকের কী অপূর্ব মাধুর্য! মহান আল্লাহ বলেন:

يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ

"তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন।"— (সুরা শূরা, আয়াত ৪৯)

এই সন্তান একটি মহান আমানত। প্রশ্ন হলো:

আল্লাহ যে অমূল্য সম্পদ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, সেই আমানত রক্ষার জন্য আমরা কতটা প্রস্তুত?

হাশরের ময়দানে আল্লাহ আমাদেরকে এই আমানত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"তোমরা সবাই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকের কাছে তার দায়িত্বের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে।"— (সহিহ বুখারি: ৮৯৩, সহিহ মুসলিম: ১৮২৯)

আমরা কি কখনও সন্তান লালন-পালনের পদ্ধতি শিখেছি?

একটি গরুর খামার পরিচালনা করতে হলেও আগে গরুর লালন-পালন জানতে হয়, মুরগির ফার্ম করতে হলেও মুরগির পরিচর্যার নিয়ম শিখতে হয়। সেখানে, যে সন্তান আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সবচেয়ে বড় পুঁজি, তার লালন-পালনে অধিকাংশই থাকি সম্পূর্ণ অজ্ঞ!

অতএব, সময় এসেছে—সন্তান প্রতিপালন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করার। সচেতন হোন, সন্তান লালন-পালনে পরিকল্পিত ও জ্ঞানভিত্তিক পদক্ষেপ নিন।

সন্তান লালন-পালনের জ্ঞান কেন প্রয়োজন?

আমাদের সমাজে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাব প্রকট। বিশেষ করে ভুল শব্দচয়নের কারণে শিশুদের মনোজগতে তৈরি হয় ভয়, সংশয় ও আত্মবিশ্বাসহীনতা।

একটি উদাহরণ দেখা যাক:

অনেক অভিভাবক সন্তানকে বলেন, "বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বর হবে।"

ফলাফল কী হয়?

সন্তানের মস্তিষ্কে এটি এমনভাবে গেঁথে যায় যে, বৃষ্টির কয়েক ফোঁটাও গায়ে পড়লে সে বাস্তবিকভাবেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। অথচ চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, বৃষ্টিতে ভিজলেই সরাসরি জ্বর হয়—এমন কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যতা নেই।

মনোবিজ্ঞান বলে, ছোটবেলার বিশ্বাস আমাদের অবচেতনে প্রভাব ফেলে। একে বলা হয় “Self-fulfilling prophecy” — অর্থাৎ, আমরা যা বিশ্বাস করি, তা-ই বাস্তবে রূপ নেয়।

আরেকটি উদাহরণ:

এক পরিবারের দুই সন্তান। এক বাচ্চা খুব চঞ্চল; তাকে প্রশংসা করা হয়: “মাশাআল্লাহ, খুব চালু ছেলে!”

অন্যদিকে, কম চঞ্চল বাচ্চাকে অবজ্ঞা করা হয়: একে দিয়ে কিছু হবে না। এভাবে নেতিবাচক শব্দ ও দৃষ্টিভঙ্গি সন্তানদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দেয়, তাদের ভবিষ্যৎ প্রতিভা বিকাশের পথ রুদ্ধ করে।

কুরআন বলছে:

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا

"মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলো।"

— (সূরা বাকারা, আয়াত ৮৩)

এ আয়াতের নির্দেশনা শুধু বড়দের জন্য নয়, বরং ছোট সন্তানদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

শিশুর মন কাঁচা মাটির মতো। সুন্দর শব্দ, ইতিবাচক ভাষা ও প্রশংসাসূচক বাক্য দিয়ে তাকে গঠন করা জরুরি।

সন্তানের সফলতার জন্য দোয়া: ভুলে যাওয়া সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র

আমাদের এই বস্তুবাদী সমাজে আমরা এতটাই বস্তু আর কৌশলের উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছি, যেন সবকিছুই আমাদের নিজের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্ভব—এই মিথ্যা ধারণা মগজে গেঁথে গেছে। সন্তানকে সফল করার জন্য আমরা নামিদামী স্কুলে ভর্তি করি, ব্যয়বহুল কোচিংয়ের পেছনে অর্থ ব্যয় করি, উন্নত প্রযুক্তি আর সাজসজ্জা দিয়েই যেন তার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চাই। কিন্তু এই চেষ্টার মধ্যে আমরা যে সবচেয়ে বড় হাতিয়ারটিকে ভুলে যাই, তা হলো—দোয়া।

আজকের পণ্যের বাজার আমাদেরকে বোঝাতে চায়—যদি আপনি সঠিক পণ্য কেনেন, সঠিক শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠানে দেন, তাহলে সফলতা নিশ্চিত। কিন্তু এটাই বাস্তবতা নয়। অনেক সময় দেখা যায়, সব কিছু করার পরও আমরা ব্যর্থ হই। লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। কারণ সফলতার মালিক মানুষ নয়, **আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।**

হযরত আলী (রাঃ) এর জীবনের এক অন্তর ছুঁয়ে যাওয়া উপলব্ধি

إِنِّي كُنتُ أُعِدُّ لِأَمْرِي عُدَّتَهُ، وَأَتَهَيَّأُ لَهُ، فَإِذَا هُوَ بِخِلَافِ مَا أُرِيدُ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ الأَمْرَ بِيَدِ غَيْرِي

"আমি একটি কাজের জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করতাম, কিন্তু ফলাফল হতো তার বিপরীত। তখন আমি বুঝলাম—কাজের মালিক আমি নই, বরং অন্য কেউ।"

আমরা সন্তানদের জন্য শিক্ষা, প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, বই, টিচার—সব ব্যবস্থা করি। কিন্তু প্রশ্ন হলো—**আমরা কি প্রতিদিন তার নাম নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করি?** সর্বশেষ কখন আপনি সন্তানের নাম নিয়ে তাকে সফল করার জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেছেন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ

"দোয়া হলো ইবাদতের মূল অংশ (মগজ)।"
— (তিরমিজি, হাদিস: ৩৩৭১)

- ভুল হলেও সে নিজেকে দোষী ভাববে না, বরং ঠিক করার সুযোগ পাবে।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও সন্তানের চরিত্র গঠন

সন্তানকে আদর্শ মানুষ গড়ে তুলতে গেলে **ঘরের পরিবেশ হতে হবে শান্তিময় ও সম্মানসূচক।**

যে পরিবারে বাবা মায়ের মধ্যে ঝগড়া চলে, সেখানে সন্তান মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।

কিছু বাস্তবিক পরামর্শ—

- স্বামী স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করবেন সন্তানের সামনে।
- স্ত্রীও স্বামীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।
- বাবারা মায়ের কথা মান্য করার নির্দেশ দিবে।
- মায়েরা বাবার সম্মান সন্তানকে শিখাবে।

এভাবে স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরকে সম্মান করে, পরিকল্পিতভাবে সন্তানকে গড়ে তোলে, তাহলে **আল্লাহর রহমত ও সাহায্য তাদের পরিবারে নেমে আসবে।**

প্রতিটি পরিবারের ভিত্তি হল বিশ্বাস, ভালোবাসা ও আল্লাহর উপর নির্ভরতা। আপনি যদি একজন মা বা বাবা হিসেবে একটু সচেতন হন, সন্তানের অনুভব, চিন্তা ও কথাগুলো গুরুত্ব দিয়ে শোনেন, আদবের সাথে সংশোধন করেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনার সন্তান আল্লাহভীরু ও আদর্শ মানুষ হবে।

সন্তান মিথ্যা কিভাবে শিখে?

সন্তান বড় হলে তার ভুল করার সম্ভাবনা বাড়বে—এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সে ভুল আর অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখছে কি না। অন্যায়ের একটি স্পষ্ট রূপ হলো—**মিথ্যা বলা**। অভিভাবক হিসেবে আমাদের জানা দরকার, **সন্তান মিথ্যা বলা কোথা থেকে শিখছে?**

পারিবারিক পরিবেশ থেকে

শিশুর প্রথম শিক্ষালয় হলো পরিবার। যদি সে দেখে, বাবা-মা নিজের সুবিধার জন্য মিথ্যা বলছেন—যেমন, ফোনে কেউ কল করলে বাবা বলছেন, "আমি বাসায় নেই"—তবে শিশু শেখে, মিথ্যা বলেও কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়।

শাস্তির ভয় থেকে

যেসব পরিবারে শিশুদের প্রতিটি ভুলে কড়া শাস্তি দেওয়া হয়, সেসব শিশুরা ভবিষ্যতে সত্য বলার সাহস হারায়। তারা শাস্তি এড়াতে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। অথচ, তাদের ভুলকে বুঝিয়ে বললেও প্রশংসার মাধ্যমে সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তোলা যায়।

অতিরিক্ত প্রত্যাশা

শিশুর ক্ষমতার বাইরে গিয়ে অভিভাবকের আশা তাকে ভীত করে তোলে। **যেমন:** হিফজুল কুরআনের শিক্ষার্থীদের বেশি পড়ার চাপ দিলে, তারা নিজেকে রক্ষা করতে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে। বরং, সে যতটুকু পড়তে পেরেছে, তার প্রশংসা করুন। এতে সত্য বলার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (রহ.) এর মা:

ভারতবর্ষের অন্যতম দ্বীন প্রচারক খাজা মঈনুদ্দীন চিশতিকে কে না চেনে? তিনি এমন এক মানুষ, যার হাতে লক্ষ লক্ষ লোক ইসলামের সৌন্দর্য অনুভব করে মুসলমান হয়েছিল।

বর্ণনায় আছে—একদিন খাজা সাহেব মুচকি হাসছিলেন। মা জিজ্ঞেস করলেন, "মঈনুদ্দীন, আজ এত খুশি কেন?"

তিনি বললেন

"আম্মা, আজ আমার হাতে দেড় লাখ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে।"

মা শান্ত গলায় বললেন "এটা তোমার কৃতিত্ব নয়, বরং এট আমার কৃতিত্ব।"

খাজা মঈনুদ্দীন বিস্ময়ভরা চোখে জিজ্ঞেস করলেন "কীভাবে আম্মা?"

মা হেসে বললেন "তুমি ছোট থাকতে আমি কখনও ওযু ছাড়া তোমাকে দুধ পান করাইনি। তোমার রূহে পবিত্রতার যে আলো ছড়িয়েছে, তার ভিত্তি রেখেছি আমি।"

একজন মায়ের ইখলাস সন্তানকে কিভাবে আসমান ছুঁইয়ে দিতে পারে, তার এক অনুপম দৃষ্টান্ত এটি। হয়তো আপনি আজ ছোট ছোট কাজ করছেন, কিন্তু সেই কাজই কাল আপনার সন্তানের জীবন পাল্টে দিতে পারে।

৬. আমল ও আখলাকের খেয়াল রাখুন

•শুধু পড়ালেখার দিকে নয়, সন্তান যেন নৈতিকতা, আমল-আখলাকে এগিয়ে থাকে সেদিকে খেয়াল রাখুন।

•প্রয়োজনে সপ্তাহে বা মাসে একবার কোনো আল্লাহওয়ালার বয়ানের মজলিসে নিয়ে যান।

৭. মোবাইল থেকে দূরে রাখুন

•বিশেষ করে পড়ালেখার সময় মোবাইল থেকে সন্তানকে সম্পূর্ণ দূরে রাখুন। মোবাইল অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে মারাত্মক ক্ষতি হয়।

৮. হারাম সম্পর্ক থেকে সাবধানতা

•এই বয়সে সন্তান যেন হারাম সম্পর্ক বা নৈতিক দুর্বলতায় না জড়িয়ে পড়ে — এ বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

৯. স্কুলে পড়ানোর ক্ষেত্রে সচেতনতা

যদি স্কুলে ভর্তি করাতে চান, তাহলে সরাসরি স্কুলে ভর্তি থেকে বিরত থাকুন। এমন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করান যেখানে সমন্বয় আছে।

১০. উশৃংখলতা দেখা দিলে

•হাফেজ হওয়ার পর বা কিতাব বিভাগে পড়ার সময় যদি সন্তানের মাঝে উশৃংখলতার লক্ষণ দেখা দেয়, তবে আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের সোহবতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। সৎ সঙ্গ মনকে সংশোধন করে।

হাদীসে এসেছে:

"মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর থাকে। কাজেই তোমরা দেখো কাকে বন্ধু বানাও।" (আবু দাউদ, হাদীস: ৪৮৩৩)

সন্তান হাফেজ হওয়ার মাধ্যমে একটি বিশাল নেকী অর্জিত হয়েছে, কিন্তু এই নেকীকে রক্ষা করা এবং এর ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলাও অত্যন্ত জরুরি।

সঠিক পরিকল্পনা, পরামর্শ, এবং আল্লাহর উপর ভরসার সাথে চললে ইনশাআল্লাহ সন্তান দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হবে।

“সঠিক পথে পরিচালিত সন্তান, পিতা-মাতার জন্য সদাকায়ে জারিয়ার এক মহান সম্পদ। উল্লেখিত পদক্ষেপগুলো নিলে আশা করা যায় আপনি হতাশ হবেন না।

অভিভাবকদের সাধারণ ভুলসমূহ

অনেক অভিভাবক সন্তান হাফেজ হওয়ার পর কিছু মারাত্মক ভুল করে ফেলেন। যেমন:

১. অতি স্বাধীনতা প্রদান

হাফেজ হওয়ার পর সন্তানের ইয়াদ ঠিক রাখার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে অতিরিক্ত স্বাধীনতা দিয়ে দেন, ফলে সন্তান শিথিল হয়ে পড়ে।

২. প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনে তাড়াহুড়া

শিক্ষক বা অভিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ ছাড়াই সন্তানের ইচ্ছামতো প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করে ফেলেন, যা অনেক সময় মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনে।

৩. ইসলামি পরিবেশহীন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি

কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই এমন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো হয়, যেখানে ইসলামী বিধি-বিধানের প্রতি উদাসীনতা রয়েছে।

৪. বিপরীত লিঙ্গের সাথে সহজ যোগাযোগের সুযোগ

এমন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো যেখানে ছেলে-মেয়েদের মেলামেশা খুব সহজ, যা ভবিষ্যতে নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হতে পারে।

৫. সার্টিফিকেটমুখী চিন্তাভাবনা

ভালো আলেম বানানোর প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে কেবল সার্টিফিকেট অর্জনের দিকে মনোযোগী হয়ে পড়েন।

৬. সরাসরি স্কুলে ভর্তি

ইয়াদ পাকাপোক্ত না করেই হাফেজ সন্তানকে সরাসরি সাধারণ স্কুলে ভর্তি করে দেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কারখানা নয়

জন্ম নিয়েছে—অনেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে, বিশেষ করে মাদরাসাকে, একটি ফ্যাক্টরির সঙ্গে তুলনা করতে চান।

কিন্তু এই তুলনা কতটা ভুল, তা বুঝতে হলে আমাদের একটু গভীরে দেখতে হবে।